রোহিঙ্গা ভাষার সহায়িকা

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সম্পর্কে আরো কার্যকরভাবে আলাপ-আলোচনা

রোহিঙ্গা ভাষার এই সহায়িকা থেকে ওয়াশ কর্মসূচীর ম্যানেজার, মাঠকর্মী এবং দোভাষীরা রোহিঙ্গাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ভাষা সংক্রান্ত রীতিনীতি সম্পর্কে একটি ধারনা পাবেন। এই তথ্য লিঙ্গ ও ভাষার (চাটগাঁইয়া বা রোহিঙ্গা) ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন দলে আলোচনা এবং তার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান এবং নথিপত্র বিশেষণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নথিটির সাথে একটি শব্দকোষ (glossary) রয়েছে যেটিতে ১৮০টির চেয়েও বেশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সংক্রান্ত পরিভাষা পাঁচটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এটি অনলাইনে এবং স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে লিখিত ও অডিও ফর্ম্যাটে পাওয়া যায়।
https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। ত্রাণকর্মীরা এমন মানুষজনদের সাথে কাজ করছেন যাদের শিক্ষার সুযোগ খুবই কম এবং যাদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও খুব কম। রোহিঙ্গা একটি কথ্য ভাষা যার কোনও সর্বসম্মত লিখিত লিপি নেই। এর ফলে ক্যাম্পের মধ্যে যোগাযোগ এবং তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে ভাষার পার্থক্যের কারণে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। যদিও যোগাযোগের এই ব্যবধান দূর করার ক্ষেত্রে স্থানীয় চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানুষজন এবং দোভাষীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তবুও জীবন রক্ষা করতে পারে এমন তথ্যের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা রয়েই গেছে।

একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে, বিশেষত চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে যে রোহিঙ্গা ও চাটগাঁইয়া ভাষায় কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এই দুটি ভাষায় প্রায় ৮০% শব্দ এক ধরনের হলেও অন্যান্য ভাষাগত পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারনার ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারে।

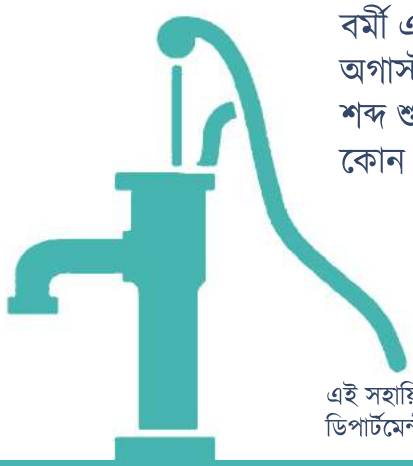

চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে পার্থক্যের একটি প্রধান উৎস হল রোহিঙ্গারা তাদের কথায় যে বর্মী এবং রাখাইন শব্দগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি, বিশেষত সেই শরণার্থীরা যারা ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস বা তার পরে এখানে এসেছেন। দোভাষী এবং প্রথম সারির কর্মীরা এই ধরনের কোনো শব্দ শুনলে সেগুলির মানে বোঝার জন্য সেগুলি আরও বুঝিয়ে বলার অনুরোধ করতে পারেন বা কোন পরিস্থিতিতে বা কি বোঝাতে সেই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় তা জানতে চাইতে পারেন।

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

OXFAM

এই সহায়িকাটি ওঙগ ও জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় রচনা করা হয়েছে এবং এটির জন্য অর্থ সংস্থান করেছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট, ইউনিসেফ ও অক্সফ্যাম।

আরও তথ্যের জন্য রোহিঙ্গা জুবান স্টোরি ম্যাপ পড়ুন। https://translatorswithoutborders.org/rohingya-zuban/
বাংলাদেশে ভাষা সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনের জন্য bangladesh@translatorswithoutborders.org -এর সাথে, অথবা সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের জন্য সামগ্রিক ভাষা সংক্রান্ত সেবা ও সংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে info@translatorswithoutborders.org-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

রোহিঙ্গা ভাষার সহায়িকা

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সম্পর্কে আরো কার্যকরভাবে আলোচনা

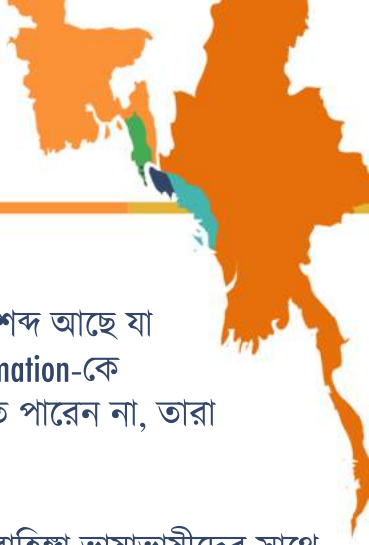

নতুন ধারণাগুলির সাথে পরিচয়

ইংরেজি, বাংলা, চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গা ভাষায় এমন কিছু অত্যন্ত প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে যা এই ভাষাগুলোর মধ্যে অন্য কোনাটাতে অনুবাদ করা মুশকিল। যেমন বাংলা ভাষায় information-কে তথ্য বলা হয় যা অনেক চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী এবং বেশিরভাগ রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা বুঝতে পারেন না, তারা এর পরিবর্তে 'হবর' শব্দটি ব্যবহার করেন যা আসলে খবর (news) শব্দটির সমতুল্য।

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যে ব্যবহারিক শব্দগুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হয় সেগুলো রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের সাথে যোগাযোগের সমস্যাটি আরও জটিল করে তুলেছে । যেমন ইংরেজি accessibility শব্দটির মাধ্যমে (সহজে পাওয়া বা সহজে যাওয়ার ব্যবস্থা) physical access - সহজে যাওয়ার ব্যবস্থা (র‍্যাম্প বা পথ) বা access to rights - অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা বোঝানো হতে পারে। রোহিঙ্গা বা চাটগাঁইয়া ভাষায় এই বিভিন্ন প্রসঙ্গে accessibility শব্দটি অনুবাদ করার সময় এর জন্য একেবারে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে যখন অ্যাক্সেস কথাটি ব্যবহার করা হয় (যেমন 'I need to access the women friendly space' বা 'আমি মহিলা বান্ধব জায়গায় যেতে চাই') তখন আপনাকে 'তুয়াই ফারা' ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু শারীরিক (অক্ষমতা) বা লিঙ্গের কারণে অ্যাক্সেস বা প্রবেশে বাধা থাকলে 'বান্ধা দন' ব্যবহার করতে হবে।

কিছু শব্দকে সেগুলির অনন্যতার কারণে অনুবাদ করা যায় না। ক্লোরিন ট্যাবলেট এবং অ্যাকোয়াট্যাব এমন কিছু নির্দিষ্ট জিনিস যেগুলি সম্পর্কে সদ্য আসা উদ্বাস্তুরা নাও জানতে পারেন। আপনি বলতে পারেন 'ফানি সাফ গোরেধে বড়ি' যার অনুবাদ হল 'পানি পরিষ্কার করার ট্যাবলেট'। মাঠকর্মীদের স্থানীয়ভাবে পরিচিত উদাহরণ ব্যবহার করে এই জিনিসগুলির ব্যবহার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা উচিৎ। যেমন এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় পানি পরিষ্কার করার জন্য বহুকাল ধরে ব্যবহৃত পটাশিয়াম অ্যালামের (ফিটকিরী) উলেখ কাজে লাগানো যেতে পারে। যদিও এই জিনিসটা আলাদা কিন্তু অ্যাকোয়াট্যাব কি তা বোঝানোর সময় ফিটকিরী উলেখ করা হলে ফিটকিরীর সাথে তুলনা করে অ্যাকোয়াট্যাব ও অন্যান্য পানি শোধনকারী জিনিসের মানে বোঝানো সহজ হবে।

যে কোনো তথ্য (কথ্য, লিখিত বা ছবির মাধ্যমে বর্ণিত) রচনা করার সময় সেই কাজে জনগোষ্ঠীকে সামিল করতে হবে। এই কাজে রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারী উভয়কে সামিল করবেন যাতে এমন শব্দ ও ধারনা ব্যবহার করা হয় যা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং সকলে বুঝতে পারেন।

ধর্মীয় সংবেদনশীলতা:

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় অত্যন্ত ধার্মিক। মসজিদ ও গোরস্তানের মত ধর্মীয় পবিত্র জায়গাগুলিতে কখনোই মহিলারা যেতে পারেন না। মাসিক এবং সন্তান প্রসবকে 'অপবিত্র' (রোহিঙ্গা ভাষায় না-ফাক) হিসেবে দেখা হয়, তাই মসজিদের আশেপাশে এইসব বিষয়গুলো অথবা পয়ঃনিষ্কাশন নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। ধর্মীয় নেতাদের কাছে ও ধর্মীয় জায়গাগুলিতে যাওয়ার সময় এবং সেই সাথে কোথায় জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রচারের কাজকর্ম করা হবে তা নির্বাচন করার সময় এই ধর্মীয় সংবেদনশীল বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি।

সৌজন্যের স্তর:

অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার ভাষাগুলির মতোই রোহিঙ্গা ভাষাতে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তিনটি সৌজন্যের স্তর ব্যবহৃত হয়: অনে (আপনি) (অত্যন্ত সৌজন্যমূলক), তুঁই (তুমি) (সৌজন্যমূলক) এবং তুই (তুই) (খুবই লৌকিকতাবর্জিত)। যখন বয়স্ক এবং জনগোষ্ঠীর নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন তখন ' অনে' (আপনি) ব্যবহার করবেন। অধিকাংশ মানুষজনের সাথে কথা বলার সময় 'তুঁই' (তুমি) ব্যবহার করা উচিৎ। শুধুমাত্র ছোট বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময়েই 'তুই' (তুই) ব্যবহার করবেন। চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা সম্বোধনে সৌজন্যের স্তর বোঝানোর জন্য এই একই শব্দগুলি ব্যবহার করেন।

রোহিঙ্গা ভাষার সহায়িকা

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সম্পর্কে আরো কার্যকরভাবে আলোচনা

লিঙ্গ

রোহিঙ্গাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণত আলাদা আলাদা সামাজিক পরিমণ্ডল থাকে। দোভাষী এবং অন্যান্য মাঠ কর্মীদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষজনের সাথে কথা বলার সময় সেটা তাদের ঘরের বাইরে করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যদি না তাদের ঘরের ভেতরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

নির্দিষ্ট কিছু লিঙ্গ এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শব্দগুলো এই তিনটি ভাষাতে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। যেমন বাংলা ভাষায়, 'pregnant' বোঝাতে গর্ভবতী শব্দটি ব্যবহার করা হয়; চাটগাঁইয়া ভাষায় একে ফুআথি (বাংলা 'পোয়াতি'-র একটি রূপ) আর রোহিঙ্গা ভাষায় হামিল বলা হয়। Menstruation বোঝাতে রোহিঙ্গা ভাষা (হাইজ) এবং বাংলা/চাটগাঁইয়া ভাষায় (মাসিক) ব্যবহৃত শব্দগুলো একেবারে আলাদা। আপনার সাথে কথাবার্তা বলার সময় মানুষজন যেসমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করেন এবং যে শব্দগুলো বুঝতে পারেন তা জানা থাকলে, প্রজননগত স্বাস্থ্যের বিষয়ে আলোচনার সময় আপনার পক্ষে সঠিক শব্দগুলো বেছে নেওয়া সহজ হবে।

ডায়রিয়ার সংজ্ঞা:

জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ মানুষজন ডায়রিয়ার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য রোগ লক্ষণগুলি বোঝাতেও ডায়রিয়া শব্দটি ব্যবহার করেন। যেখানে চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানুষজন ইংরেজি শব্দ "ডায়রিয়া' ব্যবহার করেন, সেখানে রোহিঙ্গারা গা-লামানি শব্দটি ব্যবহার করেন। রোহিঙ্গা ভাষা থেকে চাটগাঁইয়া ভাষায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করলে গা-লামানি-র অর্থ দাঁড়ায় 'শরীর নেমে আসা', যা কথোপকথনে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং/বা ভুল রোগ নির্ণয়ের কারণ হতে পারে। যদিও রোহিঙ্গা ও চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মানুষজন কলেরা বোঝাতে ইংরেজি শব্দ 'কলেরা' ব্যবহার করে থাকেন, তবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ আবা বেয়ারাম শব্দটিও ব্যবহার করেন।

স্বপ্নের ওষুধ:

রোহিঙ্গারা, বিশেষ করে মহিলা ও বয়স্ক মানুষেরা কখনো কখনো দেশজ ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন যেগুলিকে তারা হোয়াবর/স্বপ্নোর দাবাই (স্বপ্নের ওষুধ) বলেন। যেহেতু তারা দেশে সাধারণত যেসব গাছগাছড়া ব্যবহার করে এই ওষুধ তৈরি করতেন সেগুলোর বিকল্প হিসেবে ক্যাম্পের আশেপাশের পাহাড়গুলো থেকে অজানা গাছগাছড়া এনে ব্যবহার করতে পারেন তাই এই ওষুধগুলো বিপজ্জনক হতে পারে। যেসব রোগগুলোর জন্য তারা স্বপ্নের ওষুধ ব্যবহার করেন তা নিয়ে আলোচনা করলে পানিবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করার পন্থা এবং অন্যান্য ওয়াশ (WASH)-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের আশংকাগুলো শনাক্ত করা সহজ হতে পারে।

মৌসুমি রোগ:

এই অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু রোগকে নির্দিষ্ট ঋতুর সাথে সম্পর্কিত করা হয়। ডায়রিয়া এবং অন্যান্য পেটের অসুখ গরম কালের সাথে সম্পর্কিত; অন্যদিকে শুকনো আবহাওয়ায়, শীতকালে নানা ধরণের শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ দেখা দেয়। বছরের ঋতু এবং মাসগুলোর নাম রোহিঙ্গা ভাষায় জানা থাকলে, তা শরণার্থীদের সাথে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। রোহিঙ্গা ভাষায় ঋতুগুলোর নাম সম্পর্কে আরও তথ্য 'যা জানা জরুরি' নিউজলেটারের প্রথম ইস্যুতে পাওয়া যাবে। https://goo.gl/F8iAfd